দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 26 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৬ ...

চাটখিল ও রায়পুরায় পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়

■ চাটখিল ও সোনাইমুড়ি (নোয়াখালী) সংবাদদাতা

নোয়াখালী জেলার চাটখিলে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কোনো রশিদ দেওয়া হচ্ছে না। এতে অভিভাবকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, উপজেলায় দু'টি সরকারি বিদ্যালয়সহ ২৮টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এখন এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ চলছে। সরকারিভাবে বিজ্ঞান ১ হাজার ৪৮৫ টাকা এবং মানবিক ও বাণিজ্য বিভাগে ১ হাজার ৩৮৫ টাকা ফি নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ৫শ' টাকা করে কেন্দ্র ফি। কিন্তু বিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন অযুহাত দেখিয়ে ৩ হাজার ৫শ' থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত পরীক্ষা ফি আদায় করছে।

তাছাড়া এক বিষয়সহ একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্যদের নিকট থেকে ৬ থেকে ৭ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। সরকারি ভাবে নির্ধারিত ফি দিতে যাওয়ায় কয়েকজন অভিভাবক বিদ্যালয় গিয়ে লাঞ্ছিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এমনকি আর্থিকভাবে অসচ্ছল এবং বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত অভিভাবকগণ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট আকুতি-মিনতি জানিয়েও কোনো প্রতিকার পাননি। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাহিদুল ইসলাম মিঞার সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান- এই বিষয়ে কোনো অভিযোগ পেলে তিনি তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিবেন।

অতিরিক্ত ফি আদায়ের তথ্য চাওয়ায় সাংবাদিকদের ওপর চড়াও

এদিকে রায়পুরা (নরসিংদী) সংবাদদাতা জানান, উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলমান এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। জানা যায়, ফরম পূরণে সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বিভিন্ন খাত দেখিয়ে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করেছে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সরকার নির্ধারিত সর্বোচ্চ ১ হাজার ৮শ' টাকা আদায় করার নির্দেশনা থাকলেও প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন খাত দেখিয়ে ২ হাজার থেকে ৩ হাজার ৫শ' টাকা পর্যন্ত আদায় করছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগের ভিত্তিতে জাতীয় দৈনিক ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার কয়েকজন সংবাদকর্মী সম্প্রতি নীলকুঠি রাজিউদ্দিন-আহম্মেদ উচ্চ বিদ্যালয়ে গেলে সেখানে তথ্য না দিয়ে উল্টো সংবাদকর্মীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অশালীন মন্তব্য করেন সহকারী প্রধান শিক্ষক সাজ্জাদ। এক পর্যায়ে সাংবাদিকদের উপর চড়াও হন তিনি। এ খবর স্থানীয় সাংবাদিকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়লে সাংবাদিক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাৎক্ষণিক রায়পুরা প্রেসক্লাবে উক্ত ঘটনার প্রতিবাদে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন উপজেলা চেয়ারম্যান, নির্বাহী কর্মকর্তা, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাসহ সচেতনমহল। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নার্গিস সুলতানা বলেন, অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মতিন বলেন, সংবাদকর্মীদের উপর শিক্ষকের চড়াও হওয়ার বিষয়টি দুঃখজনক।